

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ

(২৭)

২৯-সূরা আল্ আনকাবুত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আলিফ লাম মীম ।

الْعَنكَبُوتِ

৩। লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

৪। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মিথ্যাবাদী ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

৫। যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমাদের আশ্রয়ের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহারা যাহা ক্ষয়সালা করে উহা কত মন্দ !

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

৬। আল্লাহ্র সহিত যে ব্যক্তি সাক্ষাতের আশা রাখে (তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে), আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসিবে । এবং তিনিই সর্বস্বাতা, সর্বজ্ঞানী ।

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৭। এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে বস্তুত: সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে; আল্লাহ্ জগতসমূহের অদৌ মুখাপেক্ষী নহেন ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنُفْهِهِ إِنَّ اللَّهَ لَنَفْعٍ عَنِ الْعَالَمِينَ

৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের পাপসমূহকে তাহাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করিব ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

৯। এবং আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, এবং (বলিয়াছি) যদি তাহারা তোমার সহিত কলহ করে যেন তুমি আমার সহিত এমন কিছু

وَوَضَعْنَا لِلْإِنْسَانِ يَوْمَ الذِّكْرِ ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِنِّي

শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন ডান নাই তাহা হইলে তুমি তাহাদের আদেশ মান্য করিও না। তোমাদের সকলকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিব।

مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১০। বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
الضَّلَاحِينَ ۝

১১। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি;’ অতঃপর যখন তাহাদিগকে আল্লাহর পথে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাহারা মানুষের শাস্তিকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে তখন তাহারা জোর দিয়া বলে, ‘নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।’ বিশ্ববাসীর বন্ধুঃ স্থলে যাহা কিছু আছে, আল্লাহ্ কি উহা সমধিক অবগত নহেন ?

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي
اللَّهِ جَعَلَ لَفِئَتَهُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ
نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ
بَاعْلَمَ مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝

১২। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মো’মেন এবং তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মোনাফক।

وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

১৩। এবং কাকেরগণ মো’মেনগণকে বলে, ‘তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাগের বোঝা বহন করিব।’ অথচ তাহারা তাহাদের পাগের বোঝা হইতে কিছুই বহন করিতে পারিবে না। তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا
وَلْنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا نَحْمِلُ مِنْهُمْ خَطِيئَةً
مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

১৪। বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের বোঝাও বহন করিবে এবং তাহাদের বোঝার সহিত অন্য (লোকের) বোঝাও বহন করিবে। এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রটনা করিত সেই সম্বন্ধে কৈয়ামতের দিন তাহাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُنَظَّرُنَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَّا كَانُوا يَفْرُقُونَ ۝

[১৪]
১৫

১৫। এবং আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর প্রাবন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, কারণ তাহারা যালেম ছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ آلَفَ
سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ
هُمْ ظَالِمُونَ ۝

১৬। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং (তাহার) নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং ইহাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করিলাম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ النُّوحَةِ وَجَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

১৭। এবং আমরা ইব্রাহীমকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা জান রাখ তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম;

১৮। আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল প্রতিমাসমূহের ইবাদত করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদের ইবাদত করিতেছ তাহারা তোমাদিগকে আদৌ রিষক দিতে পারে না; সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট রিষক কামনা কর এবং তাহারই ইবাদত কর এবং তাহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদিগকে তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

১৯। এবং তোমরা যদি (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে (ইহা কোন নূতন কথা নহে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিও (তাহাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বস্তুতঃ (পয়গাম) স্পষ্ট ভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই হইল রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

২০। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়া থাকেন, অতঃপর ইহার পুনরাবর্তন করেন। নিশ্চয় ইহা আল্লাহর জন্য অতি সহজসাধ্য।

২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহই তাহাদিগকে দ্বিতীয় উত্থানে উত্তিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান;

২২। তিনি যাহাকে চাহেন আশাব দেন এবং যাহার উপর চাহেন দম্বা করেন; তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

২৩। এবং তোমরা না পৃথিবীতে এবং না আকাশে (আল্লাহকে তাহার পরিকল্পনায়) বার্থ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ বাতীত তোমাদের না কোন বন্ধ আছে এবং না কোন সাহায্যকারী।'

২৪। এবং যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁহার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তাহারা ই আমার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

وَالْبَرِئِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَخُلُفُونَ
إِنَّمَا إِنَّا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ الْوَزْنَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

وَإِنْ كَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمُورٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْبَيِّنُ ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

قُلْ يَسِّرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِمَنْ يَشَاءُ قُلْ يَسِّرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ
لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُشِئُ الشَّأْءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْبَلُونَ ۝

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَ
يُفِي مَا لَكُمْ فِي دُونِ اللَّهِ مِنَ قُلُوبٍ وَلَا نُصَبِّحُ

وَاللَّيْلِ كَقَرَارٍ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقَالَةُ أُولَئِكَ
يَجْسُوا مِن عَرَبِيٍّ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝

২৫। অতঃপর তাহার জাতির ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিল, 'তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২৬। এবং সে বলিল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাসমূহকে মা'বদরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অনন্তর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করিবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং কেহই তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না।'

২৭। অতএব নূত তাহার প্রতি ঈমান আনিব; এবং (ইব্রাহীম) বলিল, 'আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করিব; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।'

২৮। এবং আমরা তাহাকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করিলাম এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়্যাত ও কিতাব প্রবর্তিত করিলাম এবং তাহাকে পৃথিবীতেও তাহার কর্মের বিনিময় দান করিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৯। এবং নূতকেও (আমরা রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা এমন এক অগ্নীল কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর মধ্যে অন্য কেহই করে নাই;

৩০। তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের নিকট উপগত হও এবং রহস্যজানি করিয়া থাক এবং নিজেদের সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণ্য কাজ কর? তখন তাহার জাতির কেবল এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'যদি তুমি সভাবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের উপর আল্লাহর আঘাত আনয়ন কর।'

৩১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই ফাসাদকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।'

৩২। এবং যখন আমাদের দূতগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ আনিব, তখন তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদের

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ②

وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّئِنْ كُنْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَعْبُدُونَ إِلَهَيْنِ يُكْفِرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَلَئِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ يُبْغِضُ بَعْضًا وَمَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ لُجُجٍ ③

فَأَمِنَ لَهُ لُجُجُهُمْ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنِّي هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَنَسِيرُ الْمُرَاحِلِينَ ⑤

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ الْفِتْيَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ⑥

أَبْغَضَكُمْ تَتَّبِعُونَ الْإِنجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ⑦ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بَعْضُ آبِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑧

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ⑨

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُحْبُوحِ قَالُوا إِنَّا

অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব, কারণ ইহার অধিবাসীগণ অবশ্যই যানেম ।'

৩৩। সে বলিল, 'এই জনপদে তো নৃতও আছে ।' তাহারা বলিল, 'উহাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা ডানরূপে জানি, আমরা অবশ্যই তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তাহার স্ত্রী বাতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

৩৪। এবং যখন আমাদের দূতগণ নূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের কারণে সে বিষম হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের (হিফাযতের) ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম অনুভব করিল । ইহাতে তাহারা বলিল, 'তুমি ভয় করিও না এবং দুঃখও করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তোমার স্ত্রী বাতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।

৩৫। নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে আঘাত অবতীর্ণ করিব, এই জন্য যে, তাহারা অবাধতা করিয়া আসিতেছে ।'

৩৬। এবং নিশ্চয় আমরা ইহার দ্বারা বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন পশ্চাতে ছাড়িয়াছি ।

৩৭। এবং আমরা মিসিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শো'আয়বকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম), তখন সে তাহাদিগকে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, এবং পরকালের প্রতি মনোযোগী হও, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না ।'

৩৮। ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল । ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল তখন তাহারা তাহাদের গৃহে মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল ।

৩৯। এইরূপে আদ ও সামুদকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল) এবং তাহাদের বাসগৃহসমূহের অবস্থা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহর পথ ইহাতে নিরত রাখিয়াছিল, অথচ তাহারা বিচক্ষণ লোক ছিল ।

مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَاذِبُونَ ۝

قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْطًا قَالُوا عَنُ أَعْلَمُ بِشَيْءٍ فِيهَا اللَّهُ لَنُفِيتَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

وَنَآ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئُ يَوْمٍ وَصَّىٰ يَوْمٍ دُرًّا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْافًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا نَهَايَةَ بَنِي نَعْمٍ يَقُولُونَ ۝

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

فَكَذَّبُوهُ لَمَّا خُذَ تَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثِينَ ۝

وَعَادًا وَنُوحًا وَقَدْ قَبَّلْتُمْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْمَعُهُمْ وَرَدَّ عَنْ لَهُمُ الْيُطُنْ أَعْمَاءُ لَهُمْ قَصَدٌ مِّنْ عَنِّي الشَّيْطَانِ وَ كَانُوا مُسْتَعِجِرِينَ ۝

৪০। এবং কারান ও ফেরাউন এবং হামানকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল)। এবং মুসা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা দেশে অহংকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই।

৪১। সুতরাং আমরা তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার পাপের কারণে ধৃত করিয়াছিলাম; অতএব তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহার উপর আমরা মরু-ঝাটিকা প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে গর্জনকারী আঘাব ধৃত করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা ভূগর্ভে পুত্রিয়া দিয়াছিলাম, এবং কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই, পরন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত।

৪২। যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈয়ার করে বটে, কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল; হায়! যদি তাহারা ইহা জানিত।

৪৩। আল্লাহ ভালভাবে জানেন এমন প্রত্যেক বস্তুকে; যাহাকে তাহারা আল্লাহ বতিরেকে ডাকে; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৪৪। এই জন্য হইতেছে উপমা যাহা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি; কিন্তু জানী নোক ছাড়া অন্য কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৪৫। আল্লাহ আকাশমন্ডল ও পৃথিবী যথামধ্যভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয়ই ইহাতে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

৪৬। এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আরত কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অলীল ও মল্লকায হইতে বিরত রাখ; এবং নিশ্চয় আল্লাহর সিকর (সমরগ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পূণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوَسَّىٰ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِينَ ﴿٤٠﴾

فَمَا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفْنَا
بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
يُظِلَّهُمْ وَكُنَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

مَثَلُ الْيَوْمِ أَخَذْنَا مِنَ ذُو الْأَيْمَانِ كَسْبُ
الْعَنْكَبُوتِ إِذَا عَلَمَتْ يَدُهَا وَأَنَّهُ الْيَوْمَ لَنَبْتِكُنَّ
الْعَنْكَبُوتَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِ شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٣﴾

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ ﴿٤٤﴾

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾

أَتْلُ مَا أُنصِتَ لِيكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা যুলুম করিয়াছে (তাহাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করিবে না)। এবং (তুমি তাহাদিগকে) বল, ‘আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও নাযেল করা হইয়াছে বস্তুতঃ আমাদের মা’বদ এবং তোমাদের মা’বদ এক-ই এবং আমরা তাহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।’

৪৮। এবং এইরূপ আমরা তোমার প্রতি এই কামেল (পূর্ণ) কিতাব নাযেল করিয়াছি, অতএব যাহাদিগকে আমরা কিতাব (তাওরাত ও উহার প্রকৃত জ্ঞান) দিয়াছিলাম, তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে; এবং এই সকল লোকের (মক্কাবাসীদের) মধ্য হইতেও কতক ইহার উপর ঈমান আনে। বস্তুতঃ কেবল কাকেরগণই হঠকারিতার সহিত আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৪৯। এবং তুমি ইহার পর্বে কোন কিতাব আরম্ভ কর নাই, এবং তোমার ডান হাতে ইহা নিশ্চয় নাই, যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদীগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত।

৫০। আসলে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদের বক্ষঃস্থলে এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

৫১। এবং তাহারা বলে, ‘তাহার প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন নিদর্শনসমূহ নাযেল করা হয় নাই?’ তুমি বল, ‘নিদর্শনসমূহ আল্লাহর ইচ্ছতিয়ারে রহিয়াছে, আমি একজন স্পষ্ট সত্যকারী মাত্র।’

৫২। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে যে, আমরা তোমার উপর এক কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহা তাহাদের নিকট আরম্ভ করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে মো’মেন জাতির জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।

৫৩। তুমি বল, ‘আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই জানেন এবং যাহারা অসত্যের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহারা ই কতিগ্রস্ত।’

৫৪। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে; যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের

وَلَا تُجَادُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ أَحْسَنَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُتُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَالْهُنَاءُ وَالْهَيْكَلُ وَاحِدٌ وَعَنْ لَهُ مُسْتَمُونَ ۝

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝

وَمَا كُنْتُمْ تَنَالُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَيْفٍ وَلَا تَحْطَرُّ فِتْنَتِكُمْ
إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبُطُورُونَ ۝

بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
أُنْزِلَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُفْتَلَّ عَلَيْهِمْ
۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْذُونَ ۝

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا ۝ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا
بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا تَأَخُّرُكَ لَخَسَفَ عَنَّا

নিকট আযাব আসিয়া পোছিত । এবং নিশ্চয় তাহাদের উপর আযাব অকস্মাত আসিবে, এমন অবস্থায় যে তাহারা টেরও পাইবে না ।

الْعَذَابُ وَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ①

৫৫ । তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে ।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنْ جَاءَهُمْ لَيُخَيِّطَنَّ الْكَافِرِينَ ②

৫৬ । যেদিন সেই আযাব তাহাদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্য এবং তাহাদের পাদদেশ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যে কর্ম করিয়া আসিতেছিলে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

يَوْمَ يَفْشِلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَنْزِلُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ ③

৫৭ । হে আমার বান্দগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী সুপ্রশস্ত, সুস্বাদু তোমরা একমুহুরে আমারই ইবাদত কর ।

يُعَاذِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَرِيعَةً فَإِنِّي أَعْلَمُ ④

৫৮ । প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, অতঃপর তোমাদিগকে আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ⑤

৫৯ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামে বানাকানায় বসবাসের জন্য স্থান দান করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তাহারা তথায় সর্বদা অবস্থান করিবে । সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম !

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَنُفِئَهُمْ فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ أَجْرًا غَيْرَ الْمُبِينِ ⑥

৬০ । যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ⑦

৬১ । এবং এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের রিয়ক বহন করিয়া বেড়ায় না ! আল্লাহই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিয়ক দেন । এবং তিনিই সর্বপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী ।

وَكَلَّانَ مِنَ ذَاتِهِ لَا تَعْمَلُ رِزْقَهَا ⑧

৬২ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় কে নিয়োজিত করিয়াছেন ? তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ ।' তথাপি তাহাদিগকে (সত্য হইতে সরাইয়া) কোন দিকে বিভ্রান্ত করিয়া নইয়া যাওয়া হইতেছে ?

وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَتَحْتَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُونَ اللَّهُ فَإِنِّي يَوْمَئِذٍ ⑨

৬৩ । আল্লাহই নিজ বান্দগণের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয়ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকচিত করিয়া দেন । নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

لَهُ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ⑩

৬৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে কে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন?' তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْخَضِرُ
بَلَدٌ بَلْ أَكْذَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

৬৫। এই পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নহে। আর যে পারলৌকিক আবাস উহাই হইতেছে প্রকৃত জীবন; হায় যদি তাহারা জ্ঞানিত!

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ ۖ وَإِنَّ
الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَاةُ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৬৬। এবং যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তাহারা ধর্মকে একমাত্র তাহারই জন্য বিগ্ৰহ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন দেখ! সহসা তাহারা শরীক করিতে আরম্ভ করে,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا اللَّهَ فَقَالُوا لَوْلَا
فَعَلْنَا بِهِنَّ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝

৬৭। যেন তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি এবং যেন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিনাস করিয়া লয়। কিন্তু অচিরেই তাহারা (ইহার প্রতিফল) জানিতে পারিবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَظُنُّونَ ۝

৬৮। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, আমরা (মস্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ লোকদিগকে তাহাদের চতুর্দ্বার হইতে অতর্কিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়? তাহারা কি অসত্যের প্রতি সন্মান আনিতেছে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَوْءَاظًا وَخَطَفُفَ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْيَةِ اللَّهِ يَتَكَبَّرُونَ ۝

৬৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, অথবা যখন সত্য তাহার নিকট আগমন করে তখন উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে? এইরূপ কাকেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হওয়া উচিত নহে?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِالتَّوْحِيدِ كَذَّبَ آيَاتِهِ فِي جَهَنَّمَ مَتَّوًى يَلْعَبُونَ ۝

৭০। এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল গণের সঙ্গে আছেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَكِنَّ الْخَاسِرِينَ ۝